32

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 21 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

আসবাবপত্র ও উপকরণের সংকট ।। শিক্ষকের অভাব

মাটিরাঙ্গায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ভেস্তে যেতে বসেছে

রামগড়, ২০শে নভেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, শিক্ষার উপকরণ ও শিক্ষক সংকটের কারণে মাটিরাঙ্গা থানার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। ভেস্তে যেতে চলেছে সরকার কর্তৃক গৃহীত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম।

খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা থানায় ৭০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। ৭০টি বিদ্যালয়ে শিক্ষক আছেন ১৩৮ জন। থানার বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রী রয়েছে ১২ হাজার। বিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, শিক্ষার উপকরণ সর্বোপরি শিক্ষক সংকটের কারণে থানার বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে দারুণভাবে। মাটিরাঙ্গা থানা শিক্ষা কর্মকর্তার অফিস সূত্রে জানা যায়, থানার প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে কোন না কোন সংকট রয়েছে। এ সংকটের কারণে বিদ্যালয়সমূহের প্রাথমিক শিক্ষাকার্যক্রম ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ এ ব্যাপারে অবহিত থাকলেও কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নিচ্ছে না। বিদ্যালয় দেখাশোনার জন্য এ থানায় দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে থানা শিক্ষা কর্মকর্তা নেই। নেই সহকারী থানা শিক্ষাকর্মকর্তা।

থানার বেশ কিছু বিদ্যালয় ১ জন শিক্ষক দ্বারা চলছে। ওই ১ জন শিক্ষকই ৫টি ক্লাসের ছাত্রদের পাঠদান করছেন। ফলে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে উক্ত বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া হচ্ছে না বললেই বলে। অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে– করইল্যাছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিভূতি তালুকদার পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, আসালং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, তৈলাফাং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছোটরাম সিরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোহন্তকার্বারী পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাখুক তৈচা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মথুমগপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, খেদাছড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ধনীরামপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, অভ্যাসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলো সূত্রে জানা গেছে, ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক সংকটসহ শিক্ষার অন্যান্য উপকরণের অভাবে লেখাপড়া বিঘ্নিত হওয়ায় স্কুল ছেড়ে দিয়েছে। স্কুলগামী বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। স্কুল ত্যাগ করা ছাত্ররা বর্তমানে মাঠেঘাটে কোজ করছে।

বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশের ঘরের চালা নেই, বেড়া নেই, ভাঙ্গাচুরা অত্যন্ত করুণ জীর্ণশীর্ণ অবস্থা। ফলে বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়া হচ্ছে না বললেই চলে। এদিকে, থানার প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, ব্লাক বোর্ডসহ নানা প্রকার আসবাবপত্রের সংকট রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। অনেক বিদ্যালয়ে বেঞ্চের অভাবে ছাত্রছাত্রীরা মেঝেতে পাটি, চট ইত্যাদি বিছিয়ে লেখাপড়া করছে।

অন্যদিকে, সরকারী নিয়মানুযায়ী প্রতি ৫০ জন ছাত্রের পাঠদানের জন্য ১ জন শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও সরকারী ওই নিয়ম অনুযায়ী থানার অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষক নেই। বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষাকার্যক্রমের এ বেহাল অবস্থার প্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ভেস্তে যেতে চলেছে।